ঝিনাইদহে পুলিশের সম্প্রীতি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা

সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে সম্প্রীতি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের আয়োজনে বাজারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রবি শংকর নাগ’র সভাপতিত্বে সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন পদ্মাকর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ কুমার বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই এন্তাজ আলী।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে যেই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন এই কুচক্রী মহলকে নিয়ন্ত্রণে ও সকল প্রকার অপরাধ দমন করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় পুলিশ-জনতা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপির সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ্যাড. আমিরুল আলম মিলন, পারভীন জামান কল্পনা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম অপু, এ্যাড. আজিজুর রহমান, তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাসসহ অন্যান্যরা।
বর্ধিত সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, বিদেশে বসে মিথ্যা অপপ্রচার তথ্য সন্ত্রাসের শামিল। এই তথ্যসন্ত্রাস ও মির্জা ফখরুলদের অপপ্রচার সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের রক্ষা করার একটি অপকৌশল মাত্র।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত যারা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরে আঘাত হানলো। আজকে শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে সামাজিক প্লাটফর্মের উপর ভর করে, অপপ্রচার করে, তথ্যসন্ত্রাস করে, দেশে-বিদেশে বসে তথ্যসন্ত্রাস করে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা দায় দেয় কাদের? মির্জা ফখরুল ইসলাম কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়? বলে সরকার! সরকারি দল! এটা হলো একটি অপপ্রচার। মির্জা ফখরুলদের এই অপপ্রচার আর তথ্য সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার একটি কৌশল।
তৃণমুল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন সাম্প্রদায়িক হামলার মধ্য দিয়ে ওরা দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইছে। তাই বিএনপির এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে আপনাদের সজাগ থাকতে হবে। আপনাদের কাজ করতে হবে। আপনারাই এ দেশের আসল মালিক। আপনারাই হলেন আসল পাহারাদার।
বর্ধিত সভায় ঝিনাইদহের ৬ টি উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধে দাবিতে মানববন্ধন

‘সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ এ শ্লোগানে সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধ ও অপরাধীদের বিচারের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সু-শাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর নেতৃত্বে জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম, বিকশীত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ূথ এ্যান্ডিং হাঙ্গার এ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি পাঠাগারের সহ-সভাপতি ইয়াসিন রেজা, সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক।
সুজনের সহ-সভাপতি এসএম সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়ীক সহিংসতা বন্ধ করে অবিলম্বে সহিংস ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠণ করে দোষীদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তারা আরও বলেন সাম্প্রদায়ীক সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিক্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে পরষ্পরকে দোষারুপের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে গণহত্যা পরিবেশ থিয়েটার এর নাটক “বোধন”

মঞ্চায়ন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশজুড়ে প্রতিটি জেলায় প্রদর্শিত হবে গণহত্যা পরিবেশ থিয়েটার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় দেশের বরেণ্য নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতাদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হচ্ছে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে দেশব্যপী এই নাট্যযজ্ঞের উদ্ভোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও লিয়াকত আলী লাকী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা দায়রা ও জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম মেহেরপুর সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয় নাটক ”বোধন”। মেহেদি তানজিরের রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি রেপার্টরি নাট্যদলের শিল্পীরা নাটকটি পরিবেশন করেন। নাটক সম্পর্কে ভাবনা ও প্রয়োগ প্রতিক্রিয়ায় নাট্যকার ও নির্দেশক মেহেদী তানজির বলেন, “বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য মানুষের রক্তের স্মৃতি বিরাজ করছে। বলতে গেলে পুরো দেশটাই গণহত্যার স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিক মেহেরপুরের ইতিহাস তেমনি গভীর। পাক হানাদারদের জুলুম আর নৃশংস হত্যার স্মৃতি বহন করছে এই অঞ্চলের প্রতিটি ইট, প্রতিটি মানুষের হৃদয়।

যদিও হৃদয়ের গভীরে থাকা স্মৃতি আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কথা সর্বস্ব হয়ে আছে। স্মৃতির গভীরে থাকা রক্তক্ষরণ নতুন প্রজন্মকে যথাযথ ভাবে নাড়া দেয় না বলেই অন্যায়, দূর্নীতি যেনো দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। এই পরিবেশনায় কোনো গবেষকের গবেষণা ফল উপস্থাপন করা মুখ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শী, জুলুমের শিকার, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়ান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়েছে মেহেরপুর সরকারী কলেজের আবহে।

‘বোধন’ ইতিহাসের বয়ানকে অতিক্রম করে অনুধাবনের পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়। এই পরিবেশনার অংশ হলো দর্শক, অভিনেতা, নির্দেশক এবং নেপথ্যে কাজ করা প্রত্যেকেই। সংলাপ যেখানে অর্থ হারায় অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি সেখানে ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মেহেরপুর সরকারী কলেজের স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশ এই পরিবেশ থিয়েটারে মূল উপজীব্য। এই পরিবেশে একজন অংশগ্রহণকারীও যদি অতীত আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন চর্চায় প্রয়োগ ঘটাতে পারে তখনই এই পরিবেশনা স্বার্থক বলে গণ্য হবে।

অতীতকে ভুলে ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে না বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্যজন লিয়াকত আলী বলেন, “আমাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য। মুজিব বর্ষের পরপরই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা সারাদেশে মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছি বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার নিয়ে। শিল্পের সব শাখাই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাজ করেছে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যে গণহত্যারও পঞ্চাশ বছর তা এই পরিবেশ থিয়েটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী তুলে ধরতে চাই। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাসকে সজীব রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সারাদেশে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গণহত্যা-বধ্যভূমি তথা মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে শৈল্পিকভাবে পৌঁছাতে চাই।

আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউপি নির্বাচনে আওয়ামীলীগের চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৩ ইউপি নির্বাচনের চুড়ান্ত দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছেন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগ। গতকাল শুক্রবার রাতে আওয়ামীলীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ তালিকা চুড়ান্ত করা হয়। সারাদেশের ন্যায় আগামী ২৮ নভেম্বর তৃতীয় ধাপে আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ক্ষমতাসীন দলটিন দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকালের সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দলীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলমডাঙ্গার ১৩ টি ইউনিয়নের মনোনয়ন পেলেন যারা- আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শ্রী সমীর কুমার দে, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা নাহিদ হাসনাত, হারদি ইউনিয়নের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, বাড়াদি ইউনিয়নের সাবেক যুবলীগের সভাপতি ও আওয়ামীলীগ নেতা আশাবুল হক, গাংনী এমদাদুল হক, খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান জোয়াদ্দার, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসানুজ্জামান হান্নান, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, চিৎলা ইউনিয়নের খন্দকার আব্দুল বাতেন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন। দলীয় মনোনয়ন চুড়ান্তের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উল্লাসে মেতে ওঠে নেতাকর্মীরা।

আজ স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস

আজ ২৩ অক্টোবর। স্থানীয় শহীদ রোভার দিবস। মেহেরপুরের জন্য শোকের দিন। ১৯৯৭ সালের আজকের এই দিন। সকাল হতেই এক মর্মান্তিক খবরে জেলাব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে অংশ নিতে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে রোভার স্কাউটের বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আর এতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হোন ৫ রোভার। আহত আরো ১৯ জন।

কভার রোভাররা হলেন জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম, মাসুম হোসেন, মুন্সী আমিনুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান মাহফুজ। তাঁদের মধ্যে জাভেদ ওসমান, মনিরুল ইসলাম ও মাসুম হোসেন ছিলেন মেহেরপুর শহরের। আমিনুল ইসলামের বাড়ি মুজিবনগরের দারিয়াপুর এবং মাহফুজুর রহমান

ছিলেন সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের।

বাংলাদেশ স্কাউটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘রোভার’ এপ্রিল সংখ্যার মূল প্রতিবেদন ছিল মেহেরপুরে শহীদ রোভারদের নিয়ে। “ডেডলাইন মেহেরপুর” শিরোনামে সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২৪ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগান সংলগ্ন গলফ ক্লাব অ্যারিনায় অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটে যোগদানের জন্য মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মুজিবনগর কলেজ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সী জমির উদ্দীন মুক্ত রোভার দলের ৩২ জন রোভার স্কাউট ও ৪ জন রোভার লীডার (শিক্ষক) সহ ৩৬ জন একটি ভাড়াকৃত বাসযোগে (বাস নং-মেহেরপুর জ- ০৪-০০১৫) ২২ অক্টোবর রাত ৮ টার সময় মেহেরপুর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাসটি গত ২৩ অক্টোবর ভোরর ৫টা ১০ মিনিটে ঢাকার অদূরে ধামরাই থানাধীন জয়পাড়া নামক স্থানে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিতহয়। দুর্ঘটনাস্থলে ৫জন রোভার স্কাউটের মৃত্যু ঘটে। এছাড়া ১৯জন রোভার আহত হয়।

তার মধ্যে ১৭ জনকে ধামরাই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। একজনকে তাৎক্ষণিকভাবে ধামরাই থানা কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেরপুর সরকারী কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র রোভার ফারুক হোসেনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযূর উল করীম বিষয়টি স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

মনযূর উল করীম দুর্ঘটনার সংবাদটি সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিচারপতিসাহাবুদ্দীন আহমদ, বৃটেন সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শোক প্রকাশ করেন এবং শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে দুর্ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আ্যাম্বুলেন্স এবং পিকআপ ভ্যান প্রেরণ করা হয়। নিহত ৫জন রোভারের মৃতদেহ প্রথমে বাংলাদেশ স্কাউসের জাতীয় সদর

দফতরে আনা হয়। এরপর মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেমের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার-এর ব্যক্তিগত চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেম, গোছল। ইত্যাদি সমাধা করে কফিনে রাখা হয়। এই সকল কাজের তদারকি করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযূর উল করীম, রোভার অঞ্চলের — আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশাসন) জনাব নির্মল কান্তি মিত্র, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মিহির কান্তি মজুমদার।

কফিন তৈরীর হওয়ার পর তা মরহুমদের আত্মীয়গণের নিকট হস্তান্তরের জন্য ফায়ার সার্ভিসের পিকআপ ভ্যান যোগে মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সভাপতি এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাসে করে অন্য সকল রোভার ও মেহেরপুর থেকে আগত আত্মীয়-স্বজনদেরকে মেহেরপুেও প্রেরণ করা হয়। বাসের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের ২ জন।

কর্মচারীকে মাইক্রোবাস যোগে প্রেরণ করা হয়। প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের অনুরোধক্রমে মৃতদেহগুলি জেলা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরদিন ২৪ অক্টোবর ৯৭ তারিখ শুক্রবার মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠে তাঁদের নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় প্রায় ২০ হাজার স্থানীয় লোক শরীক হন।

জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় দুর্ঘটনার বিষয়টি ফলাও ভাবে প্রকাশিত হয়। ২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর উপস্থিতিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শোকবার্তা পাঠ করা হয় ও নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরের ৬ ইউপিতে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন

তৃতীয় ধাপে মেহেরপুরের ৬টিসহ ১০০৭টি ইউপি এবং ৯টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৮ নভেম্বর এসব ইউপি ও পৌরসভার ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবনে সভা শেষে মনোনয়ন চুড়ান্ত করেন।
মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি এবং গাংনী উপজেলার চারটিতে এ ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, বুড়িপোতা ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান শাহ জামানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। গাংনীর রায়পুর ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়নে দেলবার হোসেন, ধানখোলা ই্উনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ও কাজীপুর ইউনিয়নে রেজাউল হককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত ১৪ অক্টোবর এসব ইউপি এবং পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই ৪ নভেম্বর ও প্রত্যাহারের শেষ সময় ১১ নভেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ২৮ নভেম্বর।

চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত সে অঞ্চলেই জায়গা খুঁজতে

আলমডাঙ্গায় প্রস্তাবিত ২০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ উপলক্ষে ক্রয় পূর্বক নির্ধারিত জমি পরিদর্শন করলেন এমপি ছেলুন। শুক্রবার

বিকেল ৪ টার দিকে ২০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ ও জমিক্রয়কৃত আহবায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ৩ টি প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন। জমি সমূহ হলো-বন্ডবিল রেলগেট সংলগ্ন, উত্তরা তেলপাম্পের নিকট নার্সারি ও হাউসপুর ধানের ক্ষেত।

২০ বেডের হাসপাতাল হাউসপুর নাকি বন্ডবিলে নির্মাণ করা হবে এ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না এলাকাবাসীর। ৭ ইউনিয়নবাসী চিকিৎসা সেবা থেকে আবারো কি বঞ্চিত হবে এমনটাই দাবি করেন প্রবীন ব্যাক্তিরা।

শুক্রবার বিকেলে জমি পরিদর্শন শেষে আলমডাঙ্গার বণিক সমিতির হল রুমে এক আলোচনা সভায় উপস্থিত হয় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন। অনুষ্ঠানে বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, আমি আলমডাঙ্গায় হাসপাতাল নির্মাণ করবো। দ্রুত জমি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করুন। এ অঞ্চলে হাসপাতাল নির্মাণকে কেন্দ্র করে কেউ ঠেলাঠেলি না করে সাধারণ মানুষের চিন্তা করতে হবে। যে অঞ্চলের মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত সে অঞ্চলেই জায়গা খুঁজতে হবে।

জমি যত দ্রুত ক্রয় করা যাবে তত দ্রুত হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ২০ বেডের হাসপাতাল বাস্তবায়ন পরিষদের যুগ্নআহবায়ক কামাল হোসেন, বনিক সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব রফিক মিয়া, সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শমসের মল্লিক, আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আলাউদ্দিন মিয়া, শেখ আবু জাফর, বণিক সমিতির সাবেক সম্পাদক রবিউল হক, আলহাজ্ব আহম্মদ আলী, মও: আব্দুল কাদের, প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার, ভাটা মালিক আলহাজ্ব ঠান্ডু রহমান, আমিনুল ইসলাম, আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল, মোহাম্মদ আলী, সাবেক চেয়ার আজিবার রহমান, আবু মুসা, ডা: একরামুল হক, হাবিবুল করিম চঞ্চল, মাফফুজুর রহমান মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা, ইকবাল হোসেন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আলমডাঙ্গায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে আনন্দধাম সড়কের আইন উদ্দিন মিয়ার চাতাল মোড়ে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক সংগঠন কেয়ার ফর হিউম্যানেটি ও সামাজিক সংগঠন উই ফর অল দুটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২ শত ২০ জন দুস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজু এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র সভাপতি হাসান কাদির গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, বাবলু মাস্টার, আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক শরিফুল ইসলাম লিটন, ব্যাংকার আব্দুল মতিন, হাজী রফিকুল আলম, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউ ফল অলের সাধারন সম্পাদক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আব্দুর রাজ্জাক রাজু। প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন উই ফর অলের স্বপ্ন ঘর ফাউন্ডেশনের আলমডাঙ্গার পরিচালক শরিফুল ইসলাম রোকন, সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, সুমন মাহমুদ প্রমুখ। পরে ক্যান্সার আক্রান্ত ভ্যান চালক নইমদ্দিনের স্ত্রী আঙ্গুরা খাতুনকে ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় নিরপাদ সড়ক

দিবস পালিত

“গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দূর্ঘটনা রোধ করি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় নিরপাদ সড়ক দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কোটচাঁদপুর ফায়ার স্টেশন অফিসার প্রদীপ কুমার, সাংবাদিক শেখ নজরুল ইসলাম, এসএম রায়হান উদ্দীন, মঈন উদ্দিন সহ উপপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও থানা পুলিশ।